মেহেরপুর ডিবি পুলিশের পৃথক অভিযানে ৪ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে ৪ মাদক ব্যবসায়ী আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। ২৭ মে বুধবার এসআই মেজবাহুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে মেহেরপুরের কালি গাংনী এলাকা থেকে শিশির নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ২০গ্রাম হেরোইনসহ আটক করা হয়। আটক শিশির সদর উপজেলার শ্যামপুর ডাক্তার পাড়ার শফিকুল ইসলামের ছেলে।

অন্যদিকে একইদিনে এস আই অজয় কুমার কুন্ডু এর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে গাংনী থানার গরিবপুর এলাকা থেকে ৮ বোতল ভারতীয় অফিসার্স চয়েস হুইস্কিসহ রাজু ও সবুজ আলী নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। রাজু গাংনীর তেঁতুলবাড়িয়া পশ্চিমপাড়ার ইউনুস আলীর ছেলে ও সবুজ আলী একই গ্রামের চেয়ারম্যানপাড়ার আলী মিয়ার ছেলে।

এছাড়া গত ২৬মে মঙ্গলবার এস আই মোহাম্মদ মেজবাহুর রহমান এর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে মেহেরপুর সদর থানার কুতুবপুর এলাকা থেকে ১০ গ্রাম হেরোইনসহ ছামছুল নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। আটক ছামছুল কুতুবপুর বিলপাড়ার মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ওসি জুলফিকার জানান, গত মঙ্গলবার ও বুধবার পৃথক অভিযান চালিয়ে হেরোইন ও ভারতীয় অফিসার্স চয়েস হুইস্কিসহ চার মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে গাংনী ও সদর থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।
মেপ্র/এমএফআর

করোনায় জৌলুস হারিয়েছে

ভাটপাড়া ইকোপার্ক

মরণব্যাধি করোনাভাইরাস স্থবির করে দিয়েছে মানুষের জীবন চাঞ্চল্য। বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় আক্রান্ত দেশ সহ বাংলাদেশেও এর আক্রান্ত সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্তের খবর ছড়িয়ে পড়ায় সরকারিভাবে দেশের বিভিন্ন পার্ক গুলি দর্শনার্থীদের জন্য নিষিদ্ধ করেছে।

দোকানপাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। এমন মুহূর্তে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া নীলকুঠি জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক দর্শনার্থীদের জন্য নিষিদ্ধ করে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের নির্দেশক্রমে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদেরকে তাদের ব্যবসা না তার জন্য বলা হয়।



করোনা ভাইরাস এর শুরু থেকে এ পর্যন্ত দর্শনার্থীর মুখ দেখতে পাইনি ইকোপার্কের ব্যবসায়ীরা। গাছপালা আর বিনোদনের সরঞ্জামাদি ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। শিশুদের জন্য বিনোদনের নির্মিতব্য রাইডার গুলি নষ্টের পথে। জং ধরে গেছে লোহালক্কর দিয়ে তৈরি খেলা সরঞ্জামাদি। মরিচা ধরে গেছে শিশু বিনোদনের একমাত্র ট্রেনের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গাংনী সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ এই পার্কে ব্যবসার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক রাইট তৈরি করে।

নির্মাণ করা হয় আজব গুহা। আইসল্যান্ড সহ অনেক কিছুই। এসকল নির্মাণের পেছনে করা হয় লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিগত অর্থ। পহেলা বৈশাখ ও দুটি ঈদসহ বিশেষ বিশেষ দিনে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় জমে। বছরে ২-১ দিনের ব্যবসায়ী এখানকার ব্যবসায়ীরা টিকে থাকেন। কর্মচারীর বেতন ভাতা দিয়ে হয়তোবা অবশিষ্ট থাকে কিছু লভ্যাংশ।

এক্ষেত্রে সরকারকে দিতে হয় বাৎসরিক মোটা অংকের টাকা রাজস্ব। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ইকোপার্কে দর্শনার্থী না আসতে দেওয়াই ব্যবসায়ীরা চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ফুরিয়ে গেছে ইকোপার্কের প্রাণচাঞ্চল্য জৌলুস। ব্যবসায়ী ইয়ারুল ইসলাম জানান তার আজব গুহা সহ বিভিন্ন রাইট তৈরিতে খরচ হয়েছে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা।উক্ত টাকা তিনি বিভিন্ন এনজিও সংস্থা তে ঋণ নিয়ে এবং স্থানীয় মানুষের সাথে ধারদেনা করে ইকোপার্কের সৌন্দর্য বৃদ্ধি

করেছেন। কিন্তু বর্তমানে দীর্ঘদিন যাবত দর্শনার্থী না থাকায় তিনি আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে উঠেছেন।

দর্শনার্থী না আসলে তিনি আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়বেন । পাওনাদারদের পাওনা টাকা পরিশোধ না করতে পারলে ভিটেমাটি ছাড়তে হতে পারে। আইসল্যান্ড মালিক জয়নাল আবেদীন জানান তিনি ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে ইকোপার্ক এর একপাশে আইসল্যান্ড নির্মাণ করেছেন। পহেলা বৈশাখসহ দুটি ঈদে ব্যবসা করে কিছু টাকা আয় করার জন্য আশায় বুক বেঁধেছিলেন।

কিন্তু সর্বনাশা করোনাভাইরাস তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে। তিনিও ধারদেনা করে এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। দর্শনার্থী না আসলে তিনি ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে উঠবেন। ট্রেন ও দোলনা ব্যবসায়ী আকবর আলী জানান, সরকারকে বাৎসরিক যে টাকা দিতে হয় সে টাকা বছরের শুরুতেই দেয়া হয়ে গেছে। এদিকে প্রায় চার থেকে পাঁচ মাস হয়ে গেল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও করণা ভাইরাসের কারণে দর্শনার্থীদের পার্কে।

এখানে তার ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট রয়েছে। বসে বসেই নাইটগার্ড ও কর্মচারীদের বেতন দিতে হয় প্রতি মাসে।গত পহেলা বৈশাখে দর্শনার্থী ছিলনা ইকোপার্কে এই দেও হয়তোবা দর্শনার্থীদের ঘোরাফেরার জন্য অনুমোদন নেই। তাই আর্থিকভাবে প্রতি মাসে অনেক টাকা লোকসান যাচ্ছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ইকোপার্কে দর্শনার্থীদের আসতে দেয়ার অনুমতি চেয়েছে ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীরা কিছুটা ক্ষতির মুখ থেকে উঠতে চেয়ে প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করেছে। ইকোপার্ক ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি গাংনী উপজেলা নির্বাহি অফিসার রহমান এর সাথে কথা বলতে চাইলে মোবাইল ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

মেপ্র/এম এফআর

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা রোগীর পলায়ন

মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি গ্রামের করোনায় আক্রান্ত আল আমিন হোসেন (৩৫) পালিয়ে গেছে। প্রতিবেশি ও স্থানীয়দের উদ্ধত্যপূর্ণ আচরনের কারনে সে রবিবার ভোরে তার বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরে তাকে পেয়ে সাহারবাটি এবাদত খানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম বলেন,করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি বাড়ি থেকে চলে গেছে এমন সংবাদ পেয়ে তাদের পরিবারের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তার সন্ধান পাওয়া যায়। পরে তাকে সাহারবাটি এবাদত খানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা ভালো রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: জানান,করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির সার্বিক নিরাপত্তা সহ খোঁজ খবর রাখা হচ্ছে।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, ইতো মধ্যে মোবাইল ফোনে আল আমিনের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। এছাড়া সহকারী কমিশনার ভুমির মাধ্যমে স্থানীয় মানুষ গুলোকে সচেতন ও আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের সাথে মানবিক আচরন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অমানবিক আচরন করলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আক্রান্ত ব্যক্তির সার্বিক বিষয়ে খোঁজ খবর রাখার জন্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান পুলিশকে বলা হয়েছে।
তবে আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবার ও স্বজনরা জানায়,প্রতিবেশি ও স্থানীয়দের উদ্ধত্যপূর্ণ আচরনের কারনে অভিমান করে আল আমিন ভোরে বাড়ি থেকে চলে যায়। পরে তাকে পেয়ে প্রশাসন স্বাস্থ্য বিভাগ ও পুলিশ আল আমিনের খোঁজ খবর রাখছে।

মেপ্র/এমএফআর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সুস্থতা কামনা করেছে মেহেরপুরের সাংবাদিকবৃন্দ সহ সুশীল সমাজ।

গাংনীতে ইউপি চেয়ারম্যান ও তার সহধর্মিণীর ঈদ উপহার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের অসহায় গরীব দুঃখী মানুষের মাঝে ঈদ উপহার তুলে দিলেন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা ও তার সহধর্মিণী সারমিন সুলতানা।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতের আধারে ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে অসহায় মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে ঈদ উপহার তুলে দেন।

এসময় ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা জানান, করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবে অসহায় কর্মহীন মানুষ গুলো কে যেন ঈদ আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হতে হয় সেই জন্যেই আমার এই উপহার।

চেয়ারম্যানের সহধর্মিণী সারমিন সুলতানা বলেন, ঈদের বাজার সহ তাদের মাংস কেনার জন্যে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে যাতে করে তারা সুন্দর ভাবে ঈদের আনন্দ টুকু উপভোগ করতে পারেন।

গাংনীর পৃথক স্থানে হামলার ঘটনায় ৩ জন আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় পৃথক স্থানে হামলার ঘটনায় বাবা-ছেলেসহ ৩ জন আহত হয়েছে। আহতরা হলো, গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের ভোমরদহ গ্রামের গোলাম হোসেনের ছেলে মোস্তফা আলী (৫০) ও তার ছেলে ওমর ফারুক (৩০)।

বৃহস্পতিবার (২১ মে) দুপুরের দিকে ভোমরদহ গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ভোমরদহ গ্রামের খোকন আলীর ছেলে নাজমুল হোসেন এক প্রতিবেশীর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর বিয়ে করে। পরে বাড়ি ফিরে আসেন। তার বিয়ের বিষয় নিয়ে প্রতিবেশী ওমর ফারুক লোক সমাজে গল্প করেছিলেন।

এনিয়ে সম্প্রতি নাজমুল ক্ষিপ্ত হয়ে ওমর ফারুক ও তার পরিবারকে হামলা করে রক্তাক্ত জখম করেছিলেন। হামলা করার অপরাধে গ্রাম্য সালিসে নাজমুলকে জরিমানা করেছিলেন সালিসকারীরা। জরিমানার জের ধরে বৃহস্পতিবার দুপুরে ওমর ফারুক ও তার বাবা মোস্তফাকে পূনরায় নাজমুল হামলা চালিয়ে আহত করেন।

এসময় প্রতিবেশীরা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লক্সে ভর্তি করেন।

অন্যদিকে একই সময়ে উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের শালদহ গ্রামে এক বৃদ্ধকে হামলা চালিয়ে আহত করা হয়েছে। আহত ওই বৃদ্ধ হলেন-শালদহ গ্রামের হাজী মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দীনের ছেলে তৌহিদুল ইসলাম (৬৭)।

স্থানীয়রা জানান, শালদহ গ্রামের সানোয়ার হোসেনের সাথে একই গ্রামের মৃত আমির উদ্দীনের ছেলে আনারুল ইসলামের বিরোধ চলছিল। এনিয়ে সানোয়ারের চাচাতো ভাই তৌহিদুলকে একা পেয়ে আনারুল হামলা চালিয়ে রক্তাক্ত জখম করেন।

এসময় প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লক্সে ভর্তি করেন।

মেহেরপুরের গাংনীতে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে নিজ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে তাদেরকে মারধর করে বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের।

আহতরা হলেন, বাশবাড়িয়া উত্তরপাড়ার রাইস মিল শ্রমিক মাফিকুলের স্ত্রী আরিফা খাতুন (৪০), বড় মেয়ে লাবনি আক্তার বর্ষা, ও শিশু কন্যা মেঘনা খাতুন (৭)। আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত আরিফা খাতুন জানায়, বুধবার দুপুরে বাশবাড়িয়া উত্তর ইউনুছ আলীর ছেলে মুজাম, রুহুলের ছেলে বাবুল, মুন্তাজ ও বেদেনা খাতুন আরিফার বাড়িতে প্রবেশ করে তাকে মারধর করে। আরিফার আত্নচিৎকারে তাকে ঠেকাতে মেয়ে বর্ষা এগিয়ে আসলে তাকেও মারধর করে এসময় শিশু কন্যা মেঘনা এগিয়ে আসলে তাকেও মারধর করা প্রতিপক্ষ মুজামের লোকজন।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। আরিফার স্বামী মাফিকুল জানায়, বেশ কয়েকদিন ধরে মুজাম ও রুহুলের লোকজন তাদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন। তিনি সকালে বাড়ি থেকে রাইসমিলে কাজে আসেলে তার স্ত্রী ও দুই কন্যাকে একা পেয়ে মুজাম ও রুহুলের লোকজন তাদের মারধর করে।
এদিকে স্থানীয়রা এবং মুজাম, রুহুলের ছেলে বাবুল ও বেদেনা জানায়, আরিফা ও তার মেয়েদের কে কেউ মারধর করেনি। তারা তাদের নিজের শরীরে কাদা মেখে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।

বেদেনা জানায়, কয়েকদির আগে আরিফা ও তার লোকজন আমাদের মারধর করলে আমরা গাংনী থানায় অভিযোগ করি। একারনে তারা নিজেদের শরীরে কাদা মেখে মারধরের অভিযোগ করছে। এছাড়াও আরিফার লাঠির আঘাতে রুহুল গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। গতকাল আমরা আরিফার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করায় আজকে সে এধরনের নাটক সাঁজিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয়রা জানায়, আরিফা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে অন্যের জমি জোর দখল করতে চাই। দখলে নেয়া জমি টিকিয়ে রাখতে নিজের শরীরে নিজে আঘাত করে অন্যকে মামলায় ফাঁসিয়ে সুবিধা আদায় করে। সে অধিকাংশ প্রতিবেশির নামে মামলা দিয়ে হয়রানি করে আসছে বলেও স্থানীয়দের অভিযোগ।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, এ বিষেয়ে এখনো কেউ অভিযোগ করেনি । অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে শ্রমজীবী ও অসচ্ছল ব্যাক্তিদের হাতে চেক তুলে দিলেন এমপি খোকন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার শ্রমজীবী ও অসচ্ছল ৩৯ জনের মাঝে চেক প্রদান করেছে শ্রমও কল্যাণ কর্ম সংস্থান মন্ত্রনালয়।

মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন তার নিজ বাসভবনে উপস্থিত থেকে ৩৯ জন শ্রম জীবী মানুষের মাঝে এই চেক বিতরণ করেন।

এই উপজেলার শ্রমজীবি অস্বচ্ছল মানুষের আবেদনের ভিত্তিতে শ্রম ও কর্ম সংস্থান কল্যাণ মন্ত্রনালয় ৩৯ জন মানুষের মাঝে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দিয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া অঞ্চলের শ্রম অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, বামন্দী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান কমল, গাংনী উপজেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের আহবায়ক রবিউল ইসলাম প্রমুখ।